NOV. 1 6 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

কয়েকটি ভার্সিটির ভিসিসহ বিভিন্ন পদে বিতর্কিত পরিবর্তনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত, নৈরাজ্য অব্যাহত

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে বিতর্কিত পরিবর্তনের ঘটনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাসের মাথায় অব্যাহত রয়েছে। সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের মতো স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সরকারের হস্তক্ষেপ খোদ সরকারপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে অতি আগ্রহী এবং সরকারসমর্থক নেতৃস্থানীয় কিছু শিক্ষকের চাপের কাছে সরকার এত দ্রুত মাথা নত করায় ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ক্ষুব্ধ। তাঁদের মতে, এই মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে এতবড় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল না। বরং নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সকল উপাচার্যকে ডে[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার [illegible] ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নিতে পারতেন। সেটিই শোভনীয় এবং কাম্য ছিল বলে তাঁদের অভিমত।

এদিকে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য পদে পরিবর্তন আনার পর এখন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়, খুলনা বিশ্বদ্যিালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে পরিবর্তন ও নতুন

কয়েকটি ভার্সিটির

(প্রথম পাতার পর)

নিয়োগের হাওয়া বইছে।

স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমে ব্রিটিশ আমলের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের মতো কালো আইন প্রয়োগের ঘটনাকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নিন্দনীয় ও দুঃখজনক বলে আখ্যা দিয়েছে। ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচিত উপাচার্যদের অপসারণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। তাঁরা সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত উপাচার্যদের অপসারণ আদেশকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবী জানান। ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ এবং মহাসচিব ড: ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এই বিবৃতি দেন।

সিলেট অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ড. আব্দুর রব। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের আরেক বিএনপিপন্থী অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের নামও বিবেচ্য তালিকায় রয়েছে। এই দু'জনের মধ্যে একজনকে নিয়োগ দেয়া হবে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ উদ্দিনকে অপসারন করে। ড. সালেহ উদ্দিন চলতি বছরের ১৯ জুলাই শাহজালাল বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে অপসারন করা হচ্ছে বলে ক্যাম্পাসে ব্যাপক গুঞ্জন ওঠায় শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ড. নজরুল ইসলাম মেয়াদ পূর্ণ করে চলে যাওয়ায় এই বিশ্বদ্যিালয়ে উপাচার্য নিয়োগ খুব শীঘ্র সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আব্দুল কাদির ভূঁইয়াকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করার বিষয়টি অনেকাংশে নিশ্চিত বলে জানা গেছে। এছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের প্রফেসর গোলাম আলী ফকিরের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে গোলাম আলী ফকির যেহেতু একবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন সেহেতু তাঁকে দ্বিতীয় দফায় নিয়োগ দেবার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি উঠেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দু'জনের নাম প্রাধান্য পাচ্ছে। এঁরা হলেন বিএনপি সমর্থক শিক্ষক নেতা এবং খুলনায় জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী আন্দোলনের শীর্ষ নেতা অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য চেষ্টা করছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার আবুবক্কর। তবে তিনি যেহেতু বিশ্বদ্যিালয়ে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং অবসরে গেছেন সেহেতু তাঁর ব্যাপারে সরকারী মহলে আগ্রহ কম বলে জানা যায়।

এদিকে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে বিদ্যমান অস্থিতিশীল অবস্থার সুযোগে সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পদে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধ্যাপক ডা. এমএ হাদি, অধ্যাপক নুরুন্নবী, অধ্যাপক এমএ মাজেদ এবং অধ্যাপক আলাউদ্দিনের নাম আলোচিত হচ্ছে। উপাচার্যসহ চারটি পদে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৈরি ফাইল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হবার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা যায়।

জাবি সংবাদদাতা জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান দাবিতে ছাত্রলীগের পরিবহন অবরোধ চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিতাড়িত হয়ে এখন ক্যাম্পাসের বাইরে। এমতাবস্থায় তাদের বাইরে রেখে ঢিমেতালে চলছে ক্লাস ও পরীক্ষা। এদিকে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক জসীমুদ্দিন আহমদকে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন হলের প্রভোস্টবৃন্দ সংবর্ধনা জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় সিন্ডিকেট সদস্য এক বিবৃতিতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন রক্ষার দায়িত্ব সরকারের হলেও জাতির দুর্ভাগ্য হচ্ছে সরকারই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নির্বাচিত উপাচার্যবৃন্দকে অপসারণ করেছে। বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন ড. মোখলেসুর রহমান, ড. আব্দুল খালেক, ড. এম রফিকুল ইসলাম